

## বাকুবি ও সিকুবি ভেটেরিনারি ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ ইন্টার্নি প্রোগ্রাম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

বাকুবি প্রতিনিধি



বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকুবি) এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিকুবি) ভেটেরিনারি অনুষদের ইন্টার্নিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে

গত দুদিনে দফায় দফায় সংঘর্ষে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ ছাত্র আহত হওয়ার ঘটনায় ইন্টার্নিশিপ প্রোগ্রাম স্থগিত করা হয়েছে। গত সোম ও মঙ্গলবার ঢাকায় সেন্ট্রাল ভেটেরিনারি হাসপিটাল ও জাতীয় চিড়িয়াখানায় এ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যকার সংঘর্ষের জের ধরে দুই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নেয়। জানা যায়, গত সোমবার ঢাকায় সেন্ট্রাল ভেটেরিনারি হাসপিটালে ইন্টার্নিশিপ চলাকালে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভেটেরিনারি অফিসারের দেয়া প্রেসক্রিপশন নেয়াকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কটুক্তি করলে বাকুবির শিক্ষার্থীরা সিকুবির শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করে। এতে পাচজন আহত হয়। পর দিন মঙ্গলবার মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানায় সিকুবির ছাত্ররা সংগঠিত হয়ে সেখানে কর্মরত বাকুবির চার ছাত্রকে আহত করে। এরপর বাকুবির শিক্ষার্থীরা

বিভিন্ন স্টেশন থেকে এ হামলার ঘটনা শুনে চিড়িয়াখানায় হাজির হয় এবং গেটের ভেতরে সিকুবির চার ছাত্রকে পিটিয়ে আহত করে। মারামারি ঠেকাতে গিয়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকসহ আরো চার-পাচজন আহত হয়।

উক্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উভয় বিশ্ববিদ্যালয় পৃথকভাবে ঢাকার ছয়টি স্টেশনে চলমান ইন্টার্নিশিপ প্রোগ্রাম অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেয়। স্টেশনগুলো হচ্ছে- গুলিস্থানের সেন্ট্রাল ভেটেরিনারি হাসপিটাল, মিরপুরের জাতীয় চিড়িয়াখানা, মহাখালীতে লাইভটেক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, সাডারের ডেয়ারি ফার্ম ও গোট ফার্ম এবং গুলিস্থানের

সেন্ট্রাল ডিস্ক্রিজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাবরেটরি।

বাকুবির ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন প্রফেসর ডা. মোঃ আবতার হোসেন বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ইন্টার্নিশিপ প্রোগ্রাম স্থগিত করা হয়েছে এবং ইন্টার্নিত শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এ ঘটনায় বাকুবিতে পাচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে সিকুবি ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা জানান। তাকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সিকুবিতে কোনো তদন্ত কমিটি গঠিত হয়নি।